হরিণাকুণ্ডুতে জুয়ার সরঞ্জামসহ ছয় জোয়ারী আটক

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া এলাকা থেকে ছয় জুয়াড়িকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আটককৃতরা হলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দরিবিন্নি গ্রামের মৃত ইউসুফ হোসেন মণ্ডলের ছেলে পারভেজ হোসেন, হরিশপুর গ্রামের মহিউদ্দিন সরকারের ছেলে আজিজুল হক, পার্বতীপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে এরশাদ আলী, জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের মৃত তোয়াজ আলী মণ্ডলের ছেলে সামছুল মণ্ডল, সদর উপজেলার পবহাটি গ্রামের মৃত রুহুল আমিনের ছেলে গোলাম আযম ও কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে সানোয়ার হোসেন।

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার বিকালে আমাদের একটি আভিযানিক দল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে জুয়া খেলা অবস্থায় ৬ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ বিশ হাজার ৪৩০ টাকাসহ জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদকারবরীর তকমা লাগিয়ে চাঁদাবাজীর চেষ্টা; সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু’র শ্রীফলতলা গ্রামের কৃষক আজিবর রহমান ওরফে আজি বক্সের নিকট থেকে অভিনব কায়দায় চাঁদাবাজির খবর পাওয়া

গেছে। নিরীহ এই গ্রাম্য কৃষকের গায়ে সুদ কারবারীর মিথ্যা তকমা লাগিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ভয় দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন সাইদুল ইসলাম ও সাহেব আলী নামের স্থানীয় দুইজন সাবেক ইউপি সদস্যসহ ইনসান আলী, আশরাফুল আলম, সিহাব আলী নামের কথিত ৩ জন সাংবাদিক। চাঁদার টাকা না পাওয়ায় তারা নানাভাবে হয়রানি করছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ গ্রাম্য কৃষক অভিযোগ তুলেছেন।

গতকাল সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টায় ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির কার্যালয়ে ঐ কৃষক এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমি মোঃ আজিবর রহমান, গ্রাম-শ্রীফলতলা, উপজেলা হরিনাকুন্ডু, জেলা ঝিনাইদহ একজন সহজ-সরল চাষী। আমি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। এ বাদে আমার আর কোন পেশা নেই। আমার কৃষিকাজের উপার্জন দিয়ে বহু কষ্টে আমার একটা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছি। আমার আরেক ছেলে বর্তমানে একটি বেসরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করছে। সন্তানদের চাকুরীর সুবাদে আমি বর্তমানে অর্থনৈতিক ভাবে অনেকটা সাবলম্বী।

আমাদের উপজেলাজুড়ে জমি বন্ধক / লিজ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। আমি বর্তমান অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় গ্রামের অনেকেই বিপদে পড়ে আমার কাছে জমি বন্ধক রাখতে আসে। তাদের বিপদের কথা শুনে আমি সরল মনে জমি বন্ধক/লিজ নিয়ে আসছি এটা সত্য। কিন্তু আমি আমার জীবদ্দশায় কখনো কোনদিন সুদের কারবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে জেলাজুড়ে সুদে কারবারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলমান থাকায় এর সুযোগ নিয়ে ২ জন জনপ্রতিনিধি ও তিনজন সাংবাদিক আমার গায়ে সুদে কারবারীর মিথ্যা তকমা লাগিয়ে সংবাদ প্রকাশের ভয়-ভীতি দেখিয়ে আমার নিকট থেকে মোটা অংকের চাদা দাবি করে আসছে।

আনুমানিক ৭/৮ দিন আগে হঠাৎ করেই স্থানীয় সাবেক মেম্বার সাইদুল, সাবেক মেম্বার সাহেব আলী, আজিজুল শেখ ও জামালসহ সাংবাদিক পরিচয়ে ইনসান আলী,আশরাফুল, সিহাব ও শহিদুজ্জামান বাবু নামে কয়েকজন সাংবাদিক মোটরসাইকেল যোগে এসে আমার বিনা অনুমতিতে বাড়িতে প্রবেশ করে।

এসময়য় তারা বলেন,তাদের কাছে নাকি অভিযোগ আছে আমি সুধে কারবারি করে এলাকার মানুষদের নিঃস্ব করে ফেলেছি। আমি তাদের কাছে জমি বন্ধক রাখার বিষয়ে স্বীকার করলেও সাংবাদিক শিহাব, আশরাফুল ও বাবু আমাকে জোর করে সুদের কারবার করার কথা স্বীকার করার জন্য আমাকে

চাপ দিতে থাকে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা আমাকে সুদে কারবারী বানিয়ে নিউজ করা ও থানায় মামলা করার হুমকি দেন। এ সময় স্হানীয় সাবেক দুই ইউপি সদস্য সাইদুল ও বাবু আমাকে আমাকে বলেন, সাংবাদিকদের সাথে ঝামেলা করলে তোমার ক্ষতিই হবে। তার চেয়ে কম-বেশি করে বিষয়টা মিটমাট করে নাও। অপরাধ করা বা না করো সাংবাদিক আসলে তাদের খরচাপাতি দিতে হয়। এ সময় খরচা কত টাকা জানতে চাইলে সাংবাদিক ইনসান বলেন, তুমি মিয়া জাতে সুদে কারবারি। বহু উপর পর্যন্ত তোমার নামে রিপোর্ট আছে। তোমার ছাড় দিলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে লাখ দুয়েক টাকা হলে সব ম্যানেজ করে নিয়ে তোমাকে বাচানো যাবে।

আমি দিতে অস্বীকার করায় তারা নিউজ করে দেবে বলে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে চলে যায়। ঘটনার পরে গত ২/৩ দিন আগে ইনসান সহ আরো ২/৩ জন এসে আবারো ঐ পরিমান চাঁদা দাবি করে।

আমি দিতে অস্বীকার করায় তারা আবারো নিউজ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। সেদিমই ইনসান ০১৯১০৮১৩৫৯৯ নম্বর থেকে কল দিয়ে বলে এই নাম্বারে ৩০ হাজার টাকা পাঠাও।

আমি তাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ না করায় গত শনিবার হরিণাকুন্ডুতে অভিনব কৌশলে আজি বক্সের সুদের ব্যবসা” শিরোনামে দৈনিক এই আমার দেশ, দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ” সহ বিভিন্ন শিরোনামে লাইভ বিডি ঝিনাইদহ (Live BD jhenada) তালাশ টাইমস্ নামে বিভিন্ন আইডি থেকে অনলাইনে তারা মিথ্যা নিউজ প্রকাশ করে।

তাঁরা আমার কাছে কোন অনৈতিক সুবিধা না পেয়ে, উদ্যেশ্য প্রনোদিত ভাবে এই সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের কাজে সামাজের কাছে আমার সম্মান নষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে করছি।

এমতাবস্থায় আমি সমাজের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে কয়েকবার আত্মহত্যার মত জঘন্যতম পাপ কাজ করার জন্য ইচ্ছে পোষণ করেছিলাম। বিষয়টি আমার পরিবার টের পাওয়ায় যদিও তা সফল হয়নি।

তবে পরিস্থিতির কারণে যদি এমন পথ বেছে নিতে হয় তবে এর জন্য দ্বায়ী থাকবে সাইদুল মেম্বার, কথিত সাংবাদিক ইনসান, শহিদুজ্জামান বাবু, আশরাফুল ও শিহাব।

আমি আপনাদের কাছে আমার একটাই দাবি আমি অ-শিক্ষিত মানুষ হিসেবে সুদে কারবারী বলে যা জানি তা হলো, নগদ টাকা দিয়ে তার লাভ নেওয়া।

আমি তা কখনোই করিনি বা করবোও না। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। এটা আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। আপনাদের আরো অবগত করাতে চাই-আমার নামে যে নিউজের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, সেই ভিডিওতে যাহারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাদের একজনের কাছ থেকে আমার ৬ শতক জমি বন্ধক রাখা আছে। ভিডিওতে দেখানো বাকিদের সাথে আমার কোন দিন কোন লেন দেন হয় নাই।

আমি গ্রামের একজন পাট ও তামাক চাষি। আমি সারাজীবন চাষ করে আসছি। এই সাবেক মেম্বার সাইদুল ও কথিত সাংবাদিক ইনসান আমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে না পেরে,আমি একজন সুদে কারবারি বলে অভিযোগ দিয়ে হরিনাকুন্ডু থানা থেকে পুলিশ এনে আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল।

পরে থানা থেকে আসা পুলিশ সদস্যরা তদন্ত করে আমাকে দোষী প্রমাণিত করতে না পারাই পুলিশ আমাকে গ্রেফতার না করে চলে যায়। আমি এই সাবেক মেম্বার সাইদুল এবং কথিত সাংবাদিক ইনসানের সড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচতে চায়। সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আমার বিরুদ্ধে করা প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করে এই কথিত সাংবাদিকদের হাত থেকে আমাকে বাঁচতে দিন।

বাবার কোলে মাথা রেখে মুনতাহারের আর বেড়ানো হবেনা

গত কয়েক দিন আগে সাড়ে ৯মাস বয়সী মেয়ে মুনতাহারকে নিয়ে মেট্রোরেলে ভ্রমন করার ছবি সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে দিয়েছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মিনারুল ইসলাম। এর কয়েক দিনের মাথায় বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে সেই ছোট্র মুনতারহার এবং স্ত্রীকে রেখে না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি।

গত ১৩ আগস্ট রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মিনারুল ইসলাম মিনারের বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে, এতে

মিনারুলসহ তার বাবা ফরমান মন্ডল (৭৫), মা খাদিজা বেগম (৬৫) এবং গ্যাস লাইনের মিস্ত্রি শরিফুল ইসলাম গুরতর অগ্নিদগ্ধ হয়। তাদের সকলকে উদ্ধার করে দ্রুত শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিটিউটে ভর্তি করে। চিকিৎসা শুরু হলে ৯৫ভাগ দগ্ধ পিতা এবং তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। আইসিইউতে নেওয়ার আগে ১৪আগস্ট স্ত্রীকে আশ্বাস্ত করেছিল আমি ভাল আছি আমাকে নিয়ে চিন্তা করনা, আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবো মেয়েকে দেখে রেখ। কিন্তু স্ত্রী’র কাছে দেওয়া আশ্বাস তিনি রাখতে পারলেন না ৪দিনের মাথায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়ে তিনি গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন এর দুদিন আগে ১৫আগস্ট ওই বার্ন ইনিস্টিটিউটেই মৃত্যুবরণ করেন বাবা ফরমান আলী মন্ডল। মা এখনো ওখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে। মিনারুল ইসলাম হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামের ফরমান আলী মন্ডলের ছেলে।

মাত্র ৯মাসের শিশু কন্যা মুনতাহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর সমাপ্ত করা স্ত্রী সুরাইয়া খাতুনকে নিয়ে গাজীপুর বোর্ডবাজার এলাকার (মুক্তারবাড়ি) থাকতেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মকর্তা।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় বাকচুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মিনারুলের জানাযায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে, ঝিনাইদহ এবং পার্শ্ববর্তি কুষ্টিয়া জেলা থেকে শত শত ছাত্র, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক দলের শুভাকাঙ্খিরা তাকে এক নজর দেখতে আসে। তার জানাযায় অংশ গ্রহন করতে আসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্জের পক্ষে কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

জানাযায় বক্তব্য দেওয়া কালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, এতে হাজার হাজার মুসল্লী ও উপস্থিত জনতা অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়েন। এছাড়াও তার সহকর্মী, বন্ধু, শুভাকাঙ্খি ও স্থানীয় স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বক্তব্য কালে সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, শুধু এই মিনারুলের জন্য আমি দলমত নির্বিশেষে ৩শ ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছি। মিনারুল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-০৭ শিক্ষা বর্ষে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোক্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন ভাল সংগঠক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যায়ন কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ঝিনাইদহ ছাত্র কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলেন এবং এই সমিতির মাধ্যমে ঝিনাইদহের শত শত হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি এবং লেখাপড়ার খরচ চালাতে বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। ঝিনাইদহের সকল দানশীল ব্যক্তিদের এই সিমিতির সাথে সম্পৃক্ত করে প্রতিবছর ছাত্র ছাত্রীদের অর্থিক সহায়তা দিতেন। তিনি ছিলেন সকলের কাছে প্রিয় একটি মুখ। তার মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসছে।

হরিণাকুণ্ডুতে মেধাবী ছাত্রী নীলিমা মৃত্যু শয্যায় লিখে গেল আত্মহত্যার কারণ

শ্লীলতাহানির শিকার হয়ে গত ৮ জুলাই মধ্যরাতে আত্মহত্যা করেন ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শ্রীফলতলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী নীলিমা খাতুন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি তার মৃত্যুর জন্য কারা দায়ি এবং সেদিন কি ঘটেছিল তা চিরকুটে লিখে যান। তার চিরকুট থেকে জানা গেছে একই উপজেলার মাঠ আন্দুলিয়া গ্রামের ওলিয়ার রহমানের ছেলে রাসেল ও তার বান্ধবী সুমাইয়া তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

নিলীমার লিখিত চিরকুট ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে তাদের পরিচয় হয়। রাসেল বিভিন্ন সময়ে নিলীমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসলেও তাতে নিলীমা কখনো সম্মতি দেয়নি। প্রত্যাখাত হয়ে রাসেল নীলিমাকে কৌশলে অপহরণের ছক কষে।

সে মোতাবেক বিগত ঈদের ৩য় দিন (১ জুলাই) রাসেল কৌশলে নিলীমার বান্ধবী সুমাইয়াকে দিয়ে ফোন করে নিলীমাকে স্থানীয় জোহান ড্রীমভ্যালী পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সাক্ষাত হয় রাসেলের সাথে। এরপর বান্ধবী সুমাইয়া সেখান থেকে কৌশলে সরে যান।

এসময় পার্কের নির্জন স্থানে নিলীমাকে একা পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শ্লীলতাহানি ঘটায় রাসেল। সে সময় নিলীমা রাসেলের ছক বুঝতে পেরে

পালানোর চেষ্টা করে। নিলীমার কাছে থাকা একটি সরকারী ট্যাব জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন রাসেল। কৌশল ও বুদ্ধি খাটিয়ে রাসেলের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে আসে নিলীমা। এরপর রাত ১০ টার দিকে ঘরে থাকা কীটনাশক সেবন করে ছটফট করতে থাকে নিলীমা। আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন নিলীমাকে উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ জুলাই মধ্যরাতে মৃত্যুবরণ করে নিলীমা। হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ নিলীমা পুরো ঘটনা একটি সাদা কাগজে লিখে রেখে যান।

বিষয়টি প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায় একটি প্রভাবশালী মহল। এ ঘটনায় নিলীমার পিতা আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারী বখাটে রাসেল ও বান্ধবী সুমাইয়াকে আসামী করে থানায় একটি মামলা দায়ের করলেও এখন সেই মামলায় এ পর্যন্ত কাউকে গ্রপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,এ ভাবে ডেকে নিয়ে একজন মেধবী ছাত্রীর সম্মানহানী ঘটনা খুবই দুঃখজনক। তিনি আত্মহত্যা প্ররোচনাকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান।

মামলার বাদী আব্দুর রাজ্জাক জানান, সুমাইয়ার কারণেই তার মেয়ে মৃতুবরণ করেছে। সে ডেকে নিয়ে বখাটের হাতে তুলে দিয়েছে নিলীমাকে। এখন একটি মহল সুমাইয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তিনি বখাটে রাসল ও মাইয়ার গ্রেপ্তারের দাবী করেন ।

এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানার এসআই ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অনিষ মন্ডল জানান, মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করা যায় খুব দ্রুতই বখাটে রাসেল ও সুমাইয়াকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে হরিণাকুণ্ডুতে ঈদুল আযহার নামাজ আদায়

সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পৃথক তিনটি স্থানে পবিত্র ঈদুল আযহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৮জুন) সকাল আটটায় উপজেলার পৌর এলাকায় চটকাবাড়িয়া গ্রামের জামে মসজিদে, নিত্যানন্দপুর গ্রামের মসজিদে এবং ভালকী গ্রামের মসজিদে প্রায় একই সময়ে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চটকাবাড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত ঈদের নামাজের ঈমাম, মাওলানা রেজাউল ইসলাম জানান, বৃষ্টির জন্য নামাজ দেরিতে পড়তে হয়েছে, তিনি আরও বলেন পবিত্র সৌদি আরবের সাথে আমাদের নামাজ আদায় করা উচিৎ, কারণ তাদের আমরা অনুসরণ করি এটা সবারই করা দরকার। চটকাবাড়িয়া মসজিদের এই জামাতে প্রায় শতাধিক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া উপজেলার ভালকী ও নিত্যানন্দপুর গ্রামেও প্রায় শতাধিক মুসল্লীর অংশগ্রহণে ঈদুল আযহা’র নামজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নামাজের পর উপজেলার প্রায় তিনশত পরিবার পশু কোরবানি করেছেন। উল্লেখ, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে তারা সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন করে আসছে।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৩৯ কোটি ২৫ লাখ ২৭ হাজার ৮১২ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটে রাজস্ব খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৭ লাখ ৭৬ হাজার ২’শ ৪০ টাকা। উন্নয়ন খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি ৭৭ লাখ ৭১ হাজার

৫’শ৭২ টাকা। গত অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বেশি আয় ও ব্যয় ধরা হয়েছে এই বাজেটে।

গতকাল রবিবার সকালে পৌরসভা কার্যালয়ে উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা শেষে এই বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন। বজেট আলোচনা সভায় প্রধান আতিথি হিসেবে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা বক্তব্য দেন।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমান, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (অঃ দাঃ) রাশেদ আলী খান, পৌর আ‘লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুসাইন প্রমূখ।

পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর এটিই সবচেয়ে বড় অংকের বাজেট হওয়ায় বক্তারা এর সফল বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করে বাস্তবায়নের জন্য মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে হেলমেট বিহীন বাইক চালকের জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় তিন জন মোটরসাইকেল চালকের জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ মে) বিকালের দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ এই জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৫ নং কাপাশাটীয়া ইউনিয়নের শিতলী বাজার সংলগ্ন ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বিহীন মোটরযান চালানোয় তিন অভিযুক্তকে সড়ক পরিবহন আইন,২০১৮ এর ৪৬ ও ৯২ ধারার আলোকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এবং অভিযুক্তদের তিনটি মামলায় সর্বমোট ১ হাজার ৫০০ শত”টাকা নগদ অর্থদণ্ড প্রদান

করা হয়।

এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ বলেন,রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং সড়ক দূর্ঘটনার নিয়ন্ত্রণ করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বিহীন মোটরযান চালনা করায় তিন অভিযুক্তকে এক হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা করা হয়। এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কাজে থানা পুলিশ ও ভূমি কার্যালয়ের কর্মচারীরা সহযোগিতা করে।

হরিণাকুণ্ডুতে গ্রাহকের ২০লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে উষা ফাউন্ডেশন লাপাত্তা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ঋণ দেওয়ার কথা বলে গ্রাহকের নিকট থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ‘ঊষা ফাউন্ডেশন’ নামে একটি ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে কর্মকর্তা ও কর্মটচারীদের গাঢাকা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতারক চক্রটি সাধারণ মানুষের নিকট থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গ্রাহককে ঋণ না দিয়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলে প্রতারণামূলকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। পৌর শহরের জুয়েলারি ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলামের মালিকানাধীন বাসা থেকে কয়েক দিন ধরে প্রাতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা কর্মকর্তা সেজে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় নিজেদের ফাউন্ডেশনের পরিচয়ে ভিজিটিং কার্ড দিয়ে নানান কৌশলে গ্রাহকদের সাথে সখ্যতা তৈরী করে। এরপর ২ বছর মেয়াদী ঋণ প্রজেক্ট আছে বলে প্রত্যেককে জানায়। কিন্তু শর্ত মোতাবেক প্রতি লাখ ঋনের জন্য ১০ থেকে ১৫ হাজার পর্যন্ত সঞ্চয় জমা দেয়ার নিয়ম রয়েছে এবং পরবর্তীতে এটা ফেরতযোগ্য। এসব শর্তে রাজি হয়ে ঋণ নিতে আগ্রহীরা সঞ্চয় জমা দিতে থাকে। এরপর গত সোমবার রাতের

আঁধারে তারা হাওয়া হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা রয়েছে ঢাকার উত্তরার রানাভোলায়।

উপজেলার পারফলসী, তোলা, কুলবাড়িয়া, মান্দারতলাসহ একাধিক গ্রাম থেকে প্রায় দুইশতাধীক মানুষের কাছ থেকে এই প্রতারক চক্র বিশ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগীরা জানায়, শহরের জুয়েলারি ব্যবসায়ী তরিকুল ইসলামের বাসায় এই অফিস সেটা জানার পরে আমরা তার বাসায় যায় এবং তার উপর ভরসা করেই আমরা এনজিওতে সঞ্চয়ের টাকা জমা দিয়।
পারফলসী গ্রামের আব্দুল ওহাব জানান, আমার ছেলেকে প্রবাসে পাঠানোর জন্য আমি এই এনজিও থেকে

২লাখ টাকা ঋণ নিতে চেয়েছিলাম। ঊষা ফাউন্ডেশনের কর্মির কথার ফাঁদে পড়ে আমি ১০হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু গতরাতে তারা পালিয়েছে শুনে আমি অফিসে গিয়ে অফিস তালাবন্ধ অবস্থায় দেখি।এর সঠিক বিচার চেয়ে থানায় অভিযোগ করবেন বলেও তিনি জানান।

চুলাকানি বাজারের ফল ব্যবসায়ী, জাফিরুল ইসলাম সহজ কিস্তিতে ২লাখ টাকা ব্যবসায়ীক লোন পাবেন এই আশায় জুয়েলারি ব্যবসায়ী তরিকুলের কথায় ১০হাজার টাকা দিয়েছেন এই ফাউন্ডেশনের কর্মীদের কাছে।

তবে এ বিষয়ে জানতে, ঊষা ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার পরিচয় দেওয়া জুয়েল হোসেনের ফোন নাম্বারে (০১৩২৭৮৭২৮৩৪) যোগাযোগ করতে গেলে নাম্বারটি বন্ধ পাওতা যায়। বাসা মালিক তরিকুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন দিয়েও পাওয়া যায়নি। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শিউলি রানী জানান, ঊষা ফাউন্ডেশন নামের কোন এনজিও প্রতিষ্ঠান হরিণাকুন্ডুতে আমাদের রেজিষ্ট্রেশনের তালিকায় নাই। ফলে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবোনা। সমাজসেবা নিবন্ধনকৃত সংস্থা এধরনের ঋণ কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা জানান, আমার কাছে এখনও কেউ কোনো অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সামান্য বৃষ্টিতেই হরিণাকুণ্ডু সড়কের বেহালদশা, জনদুর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন পাকা সড়কে ইটভাটায় ব্যবহৃত ট্রাক থেকে মাটি পড়ে থাকা মাটি বৃষ্টির পানিতে কাদায় পরিণত হয়ে বেহাল দশায় পরিনত হয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছে মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল চালক ও স্থানীয় পথচারিরা। কাদার কারণে সড়ক দিয়ে যানবাহন তো দূরের কথা, হেঁটেও চলাচল করা দুস্কর হয়ে পড়েছে। যেকোন সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডুর প্রধান সড়কের কোথাও কোথাও, উপজেলার সড়াতলা থেকে মানদীয়া বাজার, আমতলা হয়ে চাদপুর ইউনিয়নের জিন্দার মোড় পর্যন্ত সড়ক কাঁদাপানিতে একাকার। এই কাঁদার কারণে যান চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পথচারীরা খালি পায়েও সড়কে চলাচল করতে পারছে না। বিশেষত দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল চালকেরা। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে তারা মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন। দুরদুরান্তের যাত্রিদের সড়কের পাশে বসবাসকারী ও ব্যবসায়ীদের পড়তে হয়েছে চরম ভোগান্তিতে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ফসলী জমির মাটি কেটে কতিপয় ইটভাটার অবৈধ ট্রাক্টর,লাটাহাম্বা, ট্রলি পাকা রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলের কারনে এই কাঁদার সৃষ্টি হয়েছে। ইটভাটার ট্রাক্টরের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বহন করা মাটি সড়কে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে ধুলায় টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল। এখন বৃষ্টি হওয়াতে পাকা রাস্তাগুলো কাদাময় হয়ে পড়েছে। চলাচলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে বেড়েছে দুর্ভোগ।

রাস্তায় চলাচল করা মটরসাইকেল আরোহী আমর বীন মারুফ জানান, ইটভাটার কাজে নিয়োজিত মাটিবাহী যানবাহন থেকে রাস্তায় পড়ে যাওয়া মাটি রোদের সময় রাস্তায় শুকিয়ে ধুলা আর বর্ষায় কাদা হয়ে থাকে। দেখে বোঝার উপায় থাকে না এটা কার্পেটিং রাস্তা। এতে বছর জুড়েই এই সড়কে চলাচল করতে পোহাতে হয় ভোগান্তি।

তবে জনগুরুত্বপূর্ণ এই সড়কগুলোতে যদি এখনই কোন ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, যেকোন সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এবং

কিছুদিনের মধ্যেই এই রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বিশেষ করে আগামী বর্ষা মৌসুম তো আছেই। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুষ্মিতা সাহা বলেন, ঝিনাইদহ থেকে হরিণাকুণ্ডু প্রধান সড়ক এখন অনেকটা পরিষ্কার, উপজেলার অন্যান্য রাস্তা পরিস্কার করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে, না হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্বশত্রুতার জেরে হরিণাকুণ্ডুতে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে দূর্বৃত্তরা

পরকিয়ার কারণে পূর্বশত্রুতার জেরে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডুতে মোঃ ইদ্রিস আলী (৩৬) নামে একব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর (কাদিখালী) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ভিকটিম মোঃ ইদ্রিস আলী একই গ্রামের মস্তোফা কামালের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইদ্রিস আলী নিজ বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়েছিল। ঘুমিয়ে থাকাকালীন রাত দুইটার দিকে কে বা কাহারা ধারালো দা দিয়ে তার মাথায় এবং কপালে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবারের লোকজন গুরুতর আহত ইদ্রিসকে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গোপন অনুসন্ধানে জানা যায় ভিকটিম ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে গ্রামের একাধিক মহিলার সাথে পরকীয়ায লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পরকীয়ার

জের ধরে এই ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ সাইফুল ইসলাম জানান, হরিণাকুন্ডু থানার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে গতরাত ২টার দিকে মস্তোফা কামালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস আলীকে কে বা কারা কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে গেছে, এঅবস্থায় আমাদের নিকট জানানোর পর আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মামলা নিয়েছি, আসামী গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়েছে কোন নারী ঘটিত ব্যাপার এর পিছনে জড়িত থাকতে পারে, আমরা সবকিছুই খতিয়ে দেখছি।